'প্রভু হে! তোমার দরবারে আমার এই প্রার্থনা! তুমি আমাকে তাওফীক দাও যেন আমি এই সাক্ষ্য দিতে পারি যে, তুমিই আল্লাহ। একমাত্র তুমি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। যিনি অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই'।[৩২]

বিনয়-নম্রতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত প্রকাশ পায় তাঁর এ দো'আর মধ্যে। তাঁর এসব গুণাবলী, অনুপম আদর্শ ও অনন্য সাধারণ চরিত্র-মাধুর্য তাঁকে ইনসানিয়াতের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করেছিল। ফলে তিনি যেমন ইসলামের খেদমত করতে পেরেছিলেন, তেমনি জাতি সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবাও করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই মহান ছাহাবীর জীবনাদর্শ থেকে ইবরত হাছিল করে এবং তাঁর কার্যপ্রণালী থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করতে পারে মুসলিম উম্মাহ। দেশ ও জাতির সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে মুসলিম জনতা। তাই আসুন! বিংশ শতাব্দীর এই অশান্ত পৃথিবীকে শান্ত করতে, উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল বন্ধ করতে, অত্যাচারিতের অশ্রু মুছে দিতে, নিঃস্ব অসহায় ও দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোঁটাতে হযরত আবু মূসার মত একজন খাঁটি মুসলমান হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

৩২. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭।

বিশেষ মূল্যহ্রাস

মরহুম মাওলানা আবদুন নূর সালাফী অনূদিত জামে' তিরমিযী ও আম্মাপারার তাফসীর এখন অর্ধেক মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। স্টক সীমিত।

নিম্ন ঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করুনঃ

১. হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী।
২. দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
৩. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, নাড়ুলী, বগুড়া।
৪. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, যুবসংঘ অফিস, ২২০ বংশাল রোড (২য় তলা), ঢাকা।
৫. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার, সাতক্ষীরা।
৬. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কালাই মসজিদ কমপ্লেক্স, জয়পুরহাট।

মনীষী চরিত

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী

*আমীনুল ইসলাম**

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। কাল পরিক্রমায় সর্বশেষ 'অহি' অবতরণের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী সব ধর্ম রহিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর যুগে যুগে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম মনীষীদের অক্লান্ত সাধনা ও ত্যাগ ইসলামকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি দেশ-দেশান্তরে এর প্রসারেও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। ইসলাম ধর্মে যুগ পরম্পরায় কতক অকুতোভয় সমাজ সংস্কারক ও নিবেদিত প্রাণ মনীষীর আর্বিভাব ঘটেছিল, যাঁরা তাদের জীবন পরিক্রমার প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামের মৌল উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শিক্ষার দ্বারা উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান ও এতদুভয়ের পাঠ দানের মাধ্যমে এর ব্যাপক প্রসারে স্ব-স্ব জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। 'শামসুল উলামা' মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী ছিলেন তাঁদেরই একজন। ভারতীয় উপমহাদেশে উনবিংশ শতকে শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

সমকালীন সময়ে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি দারস ও তাদরীসের মাধ্যমে তিনি হাদীছের শিক্ষা ও হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার প্রেরণা পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের দেশ সিরিয়া (শাম), মিসর, হেজায, নাজদ, ইয়ামন, আবিসিনিয়া, (ইথিওপিয়া), বোখারা, বল্খ, সমরকন্দ, ইয়াগিস্তান, এশিয়া মাইনর, ইরান, খোরাসান, মাশহাদ, তিব্বত, চীন, জাপান, মায়ানমার (বার্মা), ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

তাঁর নাম নাযীর হুসাইন, পিতার নাম জাওয়াদ আলী।[১] 'মিয়াঁ ছাহেব', 'শামসুল উলামা' (বিদ্বানদের সেরা বিদ্বান) ও 'শায়খুল কুল ফিল কুল' (সর্বযুগের সকলের সেরা বিদ্বান) তাঁর উপাধি।[২] ইমাম হুসাইন ৪-৬১ হিঃ)-এর

* *প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আত্রাই অগ্রণী কলেজ, মোহনপুর, রাজশাহী।*

১. ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ ১ম খণ্ড (দিল্লীঃ নূরুল ঈমান প্রকাশনী, ১৪০৯/১৯৮৮), পৃঃ ২৭।
২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬) পৃঃ ৩২১-৩২২; ফাতাওয়া, পৃঃ২৭।

http://islaminonesite.wordpress.com

বংশধর সাইয়িদ নাযীর হুসাইন বিন জাওয়াদ আলীর বংশ ধারা ৩৫তম উর্ধতন স্তরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মিলে যায়।[৩] তাঁর বংশ পরম্পরা হ'লঃ নাযীর হুসাইন বিন জাওয়াদ আলী বিন আযমাতুল্লাহ বিন এলাহ বখ্শ বিন মুহাম্মাদ বিন মাহরূ বিন মাহবূব বিন কুতুবুদ্দীন বিন হাশেম বিন চান্দ বিন মারূফ বিন বুধন বিন ইউনুস বিন বুযর্গ বিন যায়রাক বিন রুকনুদ্দীন বিন জামালুদ্দীন বিন আহমাদ জাজনীরী বিন মুহাম্মাদ বিন মাহমূদ বিন দাঊদ বিন আফযাল বিন ফুযাইল বিন আবুল ফারাহ বিন ইমাম হাসান আসকারী বিন ইমাম নকী বিন ইমাম তাক্বী বিন মূসা রিযা বিন মূসা কাযিম বিন ইমাম জা'ফর ছাদিক বিন ইমাম বাক্বির বিন ইমাম আলী যয়নুল আবেদীন বিন ইমাম হুসাইন বিন আলী ওয়া ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)।[৪]

জন্ম ও শৈশবকালঃ

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী ১২২০ হিজরী মোতাবেক ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মুংগের যেলাধীন গঙ্গা তীরবর্তী সূর্যগড়ের অনতিদূরে 'বালথোয়া' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] শৈশব কালে লেখাপড়ার চেয়ে খেলা-ধুলার প্রতি তার প্রবল ঝোঁক ছিল। তীর নিক্ষেপ, দৌড় ও ঘোড় দৌড়ের প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। শরীর চর্চায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।[৬]

শিক্ষা জীবনঃ

শৈশব কালে তিনি স্বীয় পিতার নিকট ফারসী বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের পর আরবীর প্রাথমিক শ্রেণীর কিতাব সমূহ পড়তে শুরু করেন।[৭] কিন্তু আস্তে আস্তে তিনি তীর নিক্ষেপ, দৌড় ও ঘোড় দৌড়ের প্রতি বেশী আসক্ত হয়ে পড়েন, ফলে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি লেখাপড়ার প্রতি তেমন নযর দেননি। এক দিন তাদের পরিবারের সুহৃদ জনৈক ব্রাহ্মণ তাকে বলেন, 'হে নাযীর! তোমাদের বংশের সকলেই মৌলবী। অথচ তুমি জাহিল হয়ে রইলে?[৮] ব্রাহ্মণের উক্ত বাক্য তরুণ নাযীর হুসাইনের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং এ একটি বাক্য তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ফলে তিনি শিক্ষার্জনে মনোনিবেশ করেন এবং তার সমবয়সী সহপাঠি মৌলবী বাশীরুদ্দীন ওরফে মৌলবী এমদাদ আলীর সাথে ১২৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এক রাতে পাটনা আযীমাবাদে চলে যান।[৯] সেখানে তিনি ছয় মাস অবস্থান করেন[১০] এবং উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ হুসাইনের নিকট মিশকাতুল মাছাবীহ ও কুরআন মাজীদের কয়েক পারার তাফসীর অধ্যয়ন করেন।[১১] সেখানে হজ্জের কাফেলা নিয়ে যাত্রাকারী শহীদায়েনের [শাহ ইসমাইল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬ হিঃ/১৭৭৯-১৮৯১ খৃঃ) ও সৈয়দ আহমাদ শহীদ (১২০১-১২৪৬ হিঃ/১৭৮৬-১৮৩১ খৃঃ)] পক্ষকাল ব্যাপী ওয়ায শুনে তাঁর মধ্যে হাদীছ শিক্ষার উদগ্র বাসনা জেগে ওঠে।[১২] ফলে তিনি ১২৩৭ হিজরীতে ঐ সহপাঠির সাথে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে গাজীপুরে অবস্থান করেন মৌলবী আহমাদ আলী চিড়িয়াকোটীর নিকট কিছু দিন অধ্যয়ন করেন।[১৩] অতঃপর নাহু-ছরফের প্রাথমিক কিতাব মারাহুল আরওয়াহ, যুণজানী, নুকুদুছ ছরফ, জাযুলী, শারাহ মিয়াতে আমেল, মিছবাহ, মাকামাতে হারীরী, হেদায়াতুন্নাহু সহ অন্যান্য কিতাব এলাহবাদের আলেমদের নিকট অধ্যয়ন করেন।[১৪] সেখানে ৭/৮ মাস অবস্থানের পর অবেশেষে ১২৪৩ হিজরীর ১৩ই রজব মোতাবেক ১৮২৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী রোজ বুধবার দিল্লীতে পৌছে[১৫] মুফতী শুজাউদ্দীনের বাড়ীতে ১০/১৫ দিন অবস্থানের পর[১৬] পাঞ্জাবী কাটরা আওরঙ্গবাদী

---

৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী, তারীখে আহলেহাদীছ (বোম্বেঃ ইদারাতু দাওয়াতিল ইসলাম, ১৯৮৪), পৃঃ ২৯৪; ফযল হুসাইন বিহারী, আল-হায়াত বা'দাল মামাত (করাচীঃ মাকাতাবা শু'আইব, ১৩৭৯/১৯৫৯) পৃঃ ১০-১২।

৪. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৩৯।

৫. ডঃ মোহাম্মদ এছহাক, INDIAS CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE (অনুবাদঃ হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ইলমে হাদীছে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান), (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ১৭৫; তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪; ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, পৃঃ ২৮।

৬. ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮: তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪।

৭. তদেব।

৮. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩২১; গৃহীতঃ নওশাহরীবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (লাহোরঃ নিযামী প্রিন্টিং প্রেস, ১৩৯১/১৯৮১) পৃঃ ১৩৭।

৯. ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩২১; তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪।

১০. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪।

১১. ইলমে হাদীছে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, পৃঃ ১৭৫; ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮; তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪।

১২. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩২১।

১৩. ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮; তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪।

১৪. ফাতাওয়া, পৃঃ ২৯।

১৫. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪; আল-হায়াত, পৃঃ ৩৪, ৩৬, ৪২।

১৬. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪; ফাতাওয়া, পৃঃ ২৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

জামে মসজিদে অবস্থান করেন। সেখানে মুতাওয়াল্লী মাওলানা আবদুল খালেক (মৃঃ ১২৬১ হিঃ)-এর নিকট তিনি প্রায় সাড়ে তিন বছর লেখা-পড়া করে যোগ্যতা হাছিল করেন।[১৭] অতঃপর ১২৪৬ হিজরীর শেষ দিকে স্বনামধন্য উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক (১১৯২-১২৬২ হিঃ/১৭৭৮-১৮৪৬ খৃঃ)-এর দরসে যোগ দেন এবং দীর্ঘ ১৩ বছর তাঁর নিকটে মা'কুলাত ও মানকুলাতের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা লাভ করেন।[১৮] সাথে সাথে তিনি মাওলানা আখুন্দ শের মুহাম্মাদ কান্দাহারী (মৃঃ ১২৫৭ হিঃ), মাওলানা জালালুদ্দীন হারুবী, মৌলবী কারামাত আলী ইসরাঈলী, মৌলবী মুহাম্মাদ বখ্শ ওরফে তারবীয়াত খাঁ, মাওলানা আবদুল কাদের রামপুরী, মোল্লা মুহাম্মাদ সাঈদ পেশাওয়ারী ও মৌলবী হাকীম নিয়ায আহমাদ সাহসুওরানীর নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন।[১৯]

বিবাহঃ

পাঞ্জাবী কাটরা আওরাঙবাদী জামে মসজিদে অবস্থানকালে তিনি স্বীয় উস্তাদ মাওলানা আবদুল খালেকের কন্যাকে ১২৪৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেন। উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক স্বয়ং উক্ত বিবাহে অলী ছিলেন।[২০]

কর্মজীবনঃ

১২৫৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৪৩ সালে উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক স্থায়ীভাবে মক্কায় হিজরত করার সময় তাঁকে লিখিত ভাবে স্বীয় স্থলাভিসিক্ত করে[২১] তাকে বলেছিলেন,

أنت خلفتى فى الهند لتعليم الحديث واحياء السنة النبوى

অর্থাৎ 'হাদীছ শিক্ষাদান ও সুন্নাতে নববীর পুনর্জাগরণের জন্য হিন্দুস্থানে তুমি আমার প্রতিনিধি'।[২২] সাথে সাথে তিনি অলিউল্লাহ পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী 'শায়খুল হাদীছ' হিসাবে তাকে 'মিয়াঁ ছাহেব' উপাধি প্রদান করেন।[২৩] অতঃপর তিনি ১২৫৯ হিজরীর মুহাররম মোতাবেক ১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে[২৪] আওরাঙ্গবাদী মসজিদে পৃথক ভাবে (মাদরাসা কায়েমের মাধ্যমে) পাঠদান শুরু করেন[২৫] এবং ১২৭০ হিজরী পর্যন্ত পাঠ্য বিষয়ের প্রত্যেকটি শাখায় দরস দিতে থাকেন। কিন্তু এর পরে অন্যান্য একাডেমিক বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু উলূমে দ্বীন তথা হাদীছ, উছূলে হাদীছ, তাফসীর ও ফিকাহ পাঠদানে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এভাবে তিনি সুদীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ ইলমে দ্বীনের খেদমতে অতিবাহিত করেন।[২৬]

আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অবদানঃ

বিহারের এক মুকাল্লিদ পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী দিল্লীতে গিয়ে নিরপেক্ষ ও খোলামনে হাদীছ অধ্যয়নের ফলে তার জীবনে আমুল পরিবর্তন আসে। 'আমল বিল হাদীছে'র জাযবা প্রচলিত তাক্বলীদী ধারার বাধ্যবাধকতা থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। কুরআন, হাদীছ, ফিকহ গ্রন্থসহ প্রচলিত প্রায় সকল ইলমে গভীর পারদর্শী নাযীর হুসাইন পাঠদানের সময় তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের সামনে হাদীছের সহজ-সরল পথ পরিস্কার ভাবে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে ফিকহী বিতর্ক হ'তে বেরিয়ে ছাত্ররা সরাসরি কুরআন-হাদীছ অনুসরণে অধিক স্বস্তি লাভ করতো। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে দক্ষিণ এশিয়া ও বহির্বিশ্ব থেকে জ্ঞানপিপাসু বহু ছাত্র প্রচলিত তাক্বলীদ ছেড়ে দিয়ে 'আহলেহাদীছ' হয়ে যান। প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তাঁর শিক্ষা প্রচার করতেন ও তাদের মাধ্যমে অনেকে আহলেহাদীছ হ'তেন। পঁচাত্তর বছরের এই ইলমী মহীরুহের ছায়াতলে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাযার ছাত্র দ্বীনি ইল্ম লাভে ধন্য হন। যাদের অধিকাংশই আহলেহাদীছ ছিলেন বা হয়েছিলেন বলে অনুমান করা চলে।[২৭] শিক্ষকতার মাধ্যমেই তাঁর সংস্কার আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয়। তাঁর বিরাট ছাত্র-বাহিনী মূলতঃ সংস্কার আন্দোলনের কর্মী বাহিনী হিসাবে কাজ করেন এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলন পরিচালনা করেন।

---

১৭. আল-হায়াত, পৃঃ ৩৪, ৩৫, ৪২, তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪, ফাতাওয়া, পৃঃ ২৯।
১৮. আল-হায়াত, পৃঃ ৩৪, ৩৬, ৪২।
১৯. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪-২৯৫।
২০. ফাতাওয়া, পৃঃ ৩০; আল-হায়াত, পৃঃ ৪৪; তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৫।
২১. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৫; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৩৯।
২২. আশরাফ লাহোরী, আল-বুশরা-আরবী (লাহোরঃ বেষ্ট পাঞ্জাব প্রিন্টিং প্রেস ১৩৭১/১৯৫০), পৃঃ ৩৮ গৃহীতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৪০।
২৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩২১।
২৪. মাওলানা নাযীর আহমাদ রহমানী, আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, (বেনারসঃ দারুল ইফতা জামে'আ সালাফিয়াহ, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৬), পৃঃ ৩৩৭।
২৫. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৫।
২৬. তদেব, পৃঃ ২৯৫-২৯৬।
২৭. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩২২।

http://islaminonesite.wordpress.com

তাঁর বিশেষ কয়েকজন ছাত্রের তালিকাঃ

১. মুহাদ্দিছ শামসুল হক, ডিয়ানবী আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯ হিঃ/১৮৫৭-১৯১১ খৃঃ), আওনুল মা'বুদ, গায়াতুল মাকছুদ, মুগনী, শারহ দারাকুৎনী প্রভৃতির খ্যাতনামা রচয়িতা।

২. শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৮৩ হিঃ/১৮৬৫-১৯৩৫ খৃঃ), তুহ্ফাতুল আহওয়াযী, আবকারুল মিনার প্রভৃতির রচয়িতা।

৩. মাওলানা ইবরাহীম আরাভী (১২৬৪-১৩১৯ হিঃ/১৮৪৯-১৯০১ খৃঃ) (বিহার)।

৪. মৌলবী হাকীম আলীমুদ্দীন হুসাইন নগর নাহসারভী (১২৬১-১৩০৬ হিঃ/১৮৪৫-১৮৮৮ খৃঃ) (পাটনা)।

৫. মৌলবী ফযর হুসাইন মোযাফ্ফরপুরী বিহারী, মিয়াঁ ছাহেবের প্রথম উর্দূ জীবনী 'আল হায়াত বা'দাল মামাত' -এর রচয়িতা।

৬. হাফেয মাওলানা আবদুল আযীয রহীমাবাদী (১২৭০-১৩৩৬ হিঃ/১৮৬৫-১৯১৮ খৃঃ) (দারভাঙ্গা)।

৭. মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক (ছাহেবগঞ্জ)।

৮. মৌলবী বখশী আলী (চট্টগ্রাম)।

৯. মৌলবী আয়নুদ্দীন (১২৯৭-১৩৪০ বাং), মেটিয়াবুরুজ (কলিকাতা)।

১০. মৌলবী ওবায়দুল্লাহ, তুহফাতুল হিন্দ ও তুহফাতুল ইখওয়ান-এর লেখক।

১১. মৌলবী আবদুল ওয়াহ্হাব (১২৮৫-১৩৫১ হিঃ/১৮৬৩-১৯৩২ খৃঃ)।

১২. মৌলবী আবুল ওফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭ হিঃ/১৮৬৮-১৯৪৮ খৃঃ) (পাঞ্জাব)।

১৩. মাওলানা সাইয়িদ শরীফ হুসাইন (মিয়াঁ ছাহেবের পুত্র)।

১৪. মৌলবী মুহাম্মাদ (জামিরা, রাজশাহী)।[২৮]

হজ্জ সম্পাদনঃ

১৩০০ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৩ সালে তিনি হজ্জ সম্পাদনের জন্য মক্কা মুকাররমায় গমন করেন। তাঁর বিরোধীরাও সেখানে গিয়ে পৌঁছে। মিয়াঁ ছাহেব তিন দিন মিনায় অবস্থান করেন এবং প্রত্যহ দিবা-রাত্রী সেখানে ওয়ায-নছীহত পেশ করতে থাকেন। বক্তৃতায় তিনি শিরক-বিদ'আত ও প্রচলিত রসম-রেওয়ায পরিহার করে 'আমল বিল হাদীছে'র প্রতি লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন।[২৯] বিরোধী মুক্বাল্লিদ আলেমরা সেখানে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালান এবং কিছুটা সফলও হন। মক্কার পবিত্র ভূমিতে তাঁকে গ্রেফতার হ'তে হয় কুচক্রী আলেমদের ষড়যন্ত্রের ফলে।[৩০] অবশ্য মক্কার শাসক সৈয়দ ওছমান নূরী পাশা সসম্মানে তাঁকে মুক্তি দেন।[৩১] হজ্জ থেকে ফিরলে দিল্লী স্টেশনে তাঁকে সাদর সংবর্ধনা জানানো হয়। স্টেশন লোকারণ্যে পরিণত হয় এবং স্টেশনের সব টিকেট শেষ হয়ে যায়। স্টেশনের দায়িত্বশীলরা অবাক হয়ে বলতে থাকেন, এমন কোন্ সম্মানি ব্যক্তির আগমন ঘটল যে, সব টিকেট শেষ হয়ে গেল ।[৩২]

লেখনীঃ

সারাক্ষণ দারস-তাদরীস, ফৎওয়া প্রদান ও ওয়ায-নছীহতে ব্যস্ত থাকার কারণে মিয়াঁ ছাহেব গ্রন্থ রচনার দিকে বিশেষ মনোনিবেশ করতে পারেননি। তবুও শতাব্দীর এই ইলমী মহীরুহ সারা জীবনে যত লিখিত ফৎওয়া দিয়েছেন, তা একত্রিত করা হ'লে বড় বড় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। মৃত্যুর ২৭ বৎসর পূর্বে একবার তিনি বলেছিলেন 'যদি আমার সমস্ত ফৎওয়ার নকল রাখা হ'ত, তাহ'লে 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী'র চারগুণ হ'ত'। জীবনীকার ফযল হুসাইন বিহারী বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত ছোট বড় ৫৬টি ফৎওয়া পুস্তিকার তালিকা দিয়েছেন। মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যুর পরে তদীয় খ্যাতিমান ছাত্র মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯) ও মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরীর সংশোধনী ও মাওলানা শারফুদ্দীন দেহলভী (মৃঃ ১৩৮১/১৯৬১) কর্তৃক সংক্ষিপ্ত সংযোজনীসহ ১৩৩৩হিঃ/১৯১৫ সালে 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' নামে বৃহদাকার দু'খণ্ডে মিয়াঁ ছাহেবের ফৎওয়া সংকলন সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

মিয়াঁ ছাহেবের রচিত 'মি'য়ারুল হক' (معيار الحق) বা 'সত্যের মানদণ্ড' বইটি ছিল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। বইটি মোট দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ম অধ্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ)-এর ফাযায়েল ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে হানাফী ফিক্হের গ্রন্থসমূহে যেসব বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, যুক্তিপূর্ণভাবে সেসবের প্রতিবাদ করা হয়েছে। ২য় অধ্যায়ে

২৮. তদেব, ৩২২-৩৩৪।

২৯. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৭।

৩০. আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ৩৬৯।

৩১. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৪২।

৩২. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৭; ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪।

http://islaminonesite.wordpress.com

তাক্বলীদ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন, হাদীছ, ইজমা, কিয়াস-এর দলীল দ্বারা এবং চার ইমাম সহ উম্মতের অন্যান্য জ্ঞানী মনীষীবৃন্দের উক্তি সমূহের মাধ্যমে তিনি 'তাক্বলীদে শাখছী'-কে বাতিল প্রমাণ করেছেন। তাক্বলীদ পন্থীদের তরফ থেকে যেসব জওয়াব দেওয়া হয়ে থাকে, সেগুলিকে উদ্ধৃত করে তার দলীল ভিত্তিক জওয়াব দিয়েছেন। 'মুসলমানকে প্রচলিত চার মাযহাবের যেকোন একটির অনুসারী হওয়া ওয়াজিব'-এই দাবীর অসারতা প্রমাণে তিনি চার মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের ৩৫টি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।[৩৩]

উপাধি লাভঃ

১৮৪৩ সালে উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক মক্কায় হিজরতর করার সময় অলিউল্লাহ পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী শায়খুল হাদীছ হিসাবে তাঁকে 'মিয়াঁ ছাহেব' উপাধি প্রদান করেন।[৩৪] ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তিনি ১৩১৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন 'শামসুল উলামা' (বিদ্বানদের সূর্য) উপাধি লাভ করেন।[৩৫] হজ্জের সফরে গেলে আরবরা তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'শায়খুল কুল ফিল কুল' (সর্বকালের সকলের সেরা বিদ্বান) খেতাব প্রদান করেন।[৩৬]

ইন্তেকালঃ

১৩২০ হিজরীর ১০ই রজব মোতাবেক ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর সোমবার বাদ মাগরিব দিল্লীতে একমাত্র মেয়ের বাসায় তিনি ইন্তেকাল করেন এবং পরদিন শীদীপুরা গোরস্থানে স্বীয় একমাত্র পুত্র মৌলবী শরীফ হুসাইন (৫৬)-এর কবরের পার্শ্বে সমাহিত হন। খ্যাতনামা পৌত্র হাফেয মৌলবী আবদুস সালাম (৫৫) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ের পিতা মৌলবী আবদুস সালামের পরে এই বংশের আর কেউ মিয়াঁ ছাহেবের স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারেননি।[৩৭]

---

৩৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৩৪-৩৩৫।

৩৪. তদেব, পৃঃ ৩২১।

৩৫. আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ৪২৩; তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৭; ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬।

৩৬. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩২১।

৩৭. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৪২; ইলমে হাদীছে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, পৃঃ ১৭৬।

চিকিৎসা জগৎ

ধূমপায়ীর পাশে বসে থাকলেও ফুসফুসের ক্যান্সার হ'তে পারে

সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও ফুসফুসের ক্যান্সারের হার ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে। কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বক্ষব্যাধি সম্মেলনে বিশ্ববাসীকে ক্যান্সারের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য ধূমপানকে সবচেয়ে বেশী দায়ী করা হয়। বলা হয়েছে, ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য বিশ বছর ধূমপান করাই যথেষ্ট। গ্রীসের এ্যারিস্টটল ইউনিভার্সিটির বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কোষ্টা জারোগোলি দিসও বক্ষব্যাধি সম্মেলনের সাথে একমত পোষণ করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, যদি কেউ ১৩টি সিগারেট পান করেন তাহ'লে তার ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি সাতগুণ বৃদ্ধি পায়। যদি ২০টি সিগারেট পান করেন তাহ'লে তার ক্যান্সারের ঝুঁকি ২০ গুণ বেড়ে যায়। পরোক্ষ ধূমপান বা পেসিভ স্মোকিং যারা করেন অর্থাৎ যারা ধূমপায়ীর পাশে বসে থাকেন তাদের ফুসফুসের ক্যান্সার হবার আশংকা শতকরা পাঁচ ভাগের মত। ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণে বিশ্বে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটছে। ইউরোপে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে ফুসফুসে ক্যান্সারের অনুপাত যথাক্রমে ৬ এবং ১। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, মহিলাদের মধ্যে ধূমপানের হার কম। ফুসফুসের ক্যান্সার যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছে সেটা একজন বক্ষব্যাধি তার চেম্বারে বসলেই টের পান। ধূমপান ছাড়াও পরিবেশ দূষণের মানদণ্ডে এখন ঢাকা মহানগরী মেক্সিকো সিটিকেও ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমান যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে সিগারেট খাওয়ার বেশ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। টেলিভিশনে প্রতিনিয়ত প্রচারিত হচ্ছে সিগারেট আর বিড়ির চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন। এতে তরুণ সমাজ বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং সিগারেট খাওয়া শুরু করছে কিছুটা এডভেঞ্চারি জমের বশবর্তী হয়ে। মানবজাতির বাঁচার এবং সুস্থ থাকার স্বার্থে এগুলো বন্ধ করা উচিত। যেসব অভিভাবক ধূমপান করেন তাদের উচিত তাদের সন্তানদের স্বার্থে ধূমপান পরিত্যাগ করা।

কুষ্ঠ একটি নিরাময়যোগ্য রোগ

বাংলাদেশে বর্তমানে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রায় ৮০ হাযার। কাজেই আমাদের দেশে এটি একটি অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা। সারা বিশ্বে যে পরিমাণ কুষ্ঠ রোগী আছে, তার ৯০% আছে মাত্র ১০টি দেশে। বাংলাদেশ সেই দশটি দেশেরই একটি। কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে সমাজে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার আছে। আসলে এটি একটি জীবাণুবাহিত রোগ যা প্রধানত ত্বক ও শরীরের বাইরের দিকের স্নায়ু আক্রমণ করে।

http://islaminonesite.wordpress.com